“এ দুটি সালাত মুনাফিকদের ওপর অন্যান্য সালাতের তুলনায় কঠিন। যদি তোমরা জানতে তাতে কত ফযীলত রয়েছে তাহলে তোমরা হাঁটুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হবে

উবাই ইবনে কা‘আব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের সালাত পড়ান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: “অমুক এসেছে কি?” তারা
বলল, না। তিনি বললেন, “অমুক এসেছে কি?” তারা বলল, না। তিনি বললেন, “এ দুটি সালাত মুনাফিকদের ওপর অন্যান্য সালাতের তুলনায় কঠিন। যদি তোমরা জানতে তাতে কত ফযীলত
রয়েছে তাহলে তোমরা হাঁটুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হবে। আর প্রথম
কাতার ফিরিশতাদের কাতারের মতো। যদি তোমরা তার ফযীলত সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমরা
তা পাওয়ার জন্য অবশ্যই হুড়াহুড়ি করতে। একজন মানুষের সালাত তার অপর ভাইয়ের সাথে
জামাতে পড়া একা পড়া থেকে উত্তম। আর দুইজন লোকের সাথে আদায় করা একজনের সাথে আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। যত বেশি লোক হবে সেটি আল্লাহর নিকট তত বেশি প্রিয় হবে।”
[সহীহ] [এটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের সালাত পড়লেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাদের এই সালাতে অমুক কি আছে? সাহাবীগণ বললেন: না। তারপর বললেন: অমুক কি আছে? অপর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে, তারা বলল: না। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ফজর ও এশার সালাত মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন সালাত। কারণ তাতে অলসতা প্রবল হয় এবং এই দু’টি সালাতে লৌকিকতা কম দৃশ্যমান হয়, কারণ অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না। হে মুমিনগণ, যদি তোমরা জানতে, ফজর ও এশার সালাত দু’টিতে কী পরিমাণ প্রতিদান ও বেশী সওয়াব রয়েছে - কারণ প্রতিদান কষ্টের সমানুপাতিক - তাহলে তোমরা হাত ও হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেগুলিতে উপস্থিত হতে। ইমামের নৈকট্যে প্রথম সারিটি আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যে ফেরেশতাদের সারির মতো, যদি মুমিনগণ জানতেন যে প্রথম সারির ফজিলত কী, তবে তারা এটির দিকে অবশ্যই প্রতিযোগিতা করতেন। আর একজন ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির সালাত তার একা সালাতের চেয়ে সওয়াব ও প্রভাবের দিক থেকে মহান এবং তার সালাতে একজন ব্যক্তির চেয়ে দু’জন ব্যক্তির সাথে বেশী উত্তম। বস্তুত যে সালাতে অনেক মুসল্লি হবে তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম।

https://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/11306